



সম্পাদকীয়

মানুষ তাঁর আশার সমান বড়। একজন দূরদর্শী নেতা দেশ জাতিকে নিয়ে যেতে পারে দূর, বহুদূর। স্বপ্নারা যার নেতৃত্বে বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। অপার সম্ভাবনাগুলো হয়ে ওঠে সম্ভব। বাংলাদেশে এমন কিছু বিস্ময়কর উত্থান হয়েছে যা কেউ কখনও কল্পনা করতে পারেনি। শুধু পেরেছিলেন জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। দেশে আজ পরিবর্তনের হওয়া লেগেছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বীর গতিতে। শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই এই পরিবর্তন দৃশ্যমান। দেশের মানুষ আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছে। উন্নয়ন সূচকের সবকটিতে এসেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো আজ সমীহ করে বাংলাদেশকে। নিলু আয়ের দেশ থেকে আজ আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হবার পথে। জল, স্থল জয় করে আজ আমাদের বিচরণ মহাকাশে। বিশ্বের ৫৭টি দেশের একটি বাংলাদেশ যাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট আছে। সামাজিক উন্নয়নের সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার তথা সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়। দেশকে সম্মানের স্থানে নিয়ে গেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সামনে জাতীয় নির্বাচন। সাধারণ ভোটারদের দায় বদ্ধতার সময়। আমাদের সবার সমর্থন দেশের উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। ■



সার্কভুক্ত দেশ সমূহের...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনার উপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে কার্যকরীভাবে, কম খরচে এবং পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যা অত্র অঞ্চলে নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতিসমূহ কৃষক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হলে একদিকে যেমন কম খরচে বিষাক্ত বালাইনাশকের ব্যবহার কমে আসবে অন্যদিকে তেমনি ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. লুৎফর রহমান, পরিচালক, গবেষণা, বিএআরআই, গাজীপুর ও ড. এস. এম. বখতিয়ার, পরিচালক, সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার (SAC), ঢাকা। ড. পরিতোষ কুমার মালেকার, পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ড. সৈয়দ নূরুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণটির সমন্বয়কারী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ■

সবজি ফসলে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ নির্ণয় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



মাননীয় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের পেস্টিসাইড এনালিটিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ০৮-১২ এপ্রিল ২০১৮ আধুনিক পদ্ধতিতে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ০৫ (পাঁচ) দিন ব্যাপি এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; বাংলাদেশ স্ট্যাডার্ড এন্ড

টেস্টিং ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা; ন্যাশনাল ফুড সেফ্টি ল্যাবরেটরী, ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেল্থ, ঢাকা এর ১১ জন গবেষক ও এনালিস্ট অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীগণ বালাইনাশক বিশ্লেষণের উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তিতে একই ধরনের প্রশিক্ষণ এদেশের অন্যান্য ল্যাবরেটরির গবেষক ও

এনালিস্টদের জন্য আয়োজনের অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ প্রধান অতিথি হিসেবে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। সবজি ফসলে বালাইনাশক বিশ্লেষণের আধুনিক এ পদ্ধতিটি সহজে, অল্প সময়ে এবং কম খরচে করা সম্ভব যা দেশের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রধান অতিথি অভিমত ব্যক্ত করেন। এফএও, বাংলাদেশ এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ■



“ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ” প্রকল্প বিষয়ক ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (বারি অংগ) এর ইনসেপশন ওয়ার্কশপ ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৫ মে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সভাকক্ষ-১, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা/জলমগ্ন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রায় ২০০ বছর আগ থেকে কৃষকেরা স্থানীয়ভাবে ভাসমান/ধাপ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করে আসছে। গোপালঞ্জ, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলায় কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ দিয়ে তৈরি ভাসমান বেড়ে সাধারণত: শাক-সবজী ও মসলা জাতীয় ফসলের চাষ এবং এগুলোর চারা উৎপাদন করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে ভাসমান কৃষি ভিত্তিক আধুনিক লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং এগুলোর সম্প্রসারণের মাধ্যমে বন্যাপ্লাবিত/জলমগ্ন পতিত ভূমি ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রযুক্তি পরিবেশ বান্ধব এবং বাংলাদেশের পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতিতে কৃষি অভিযোজনের জন্য উপযোগী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



মাননীয় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শনকালে দক্ষিণাঞ্চলে ও সিলেটের হাওড়াঞ্চলে ভাসমান সবজি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) গত ১৫ ডিসেম্বর ও ২০১৫ সালে দক্ষিণাঞ্চলের ভাসমান

কৃষি পদ্ধতিকে “ Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS)” হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। প্রকল্পের আওতায় প্রচলিত ভাসমান কৃষি পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য যে সকল গবেষণা করা হবে তা হলো- এরপর পৃষ্ঠা ৬

অত্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং ৫০৫ টি অন্যান্য প্রযুক্তিসহ এযাবৎ ১০৩৬ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে গম, তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর

কৃষি মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি গবেষণা কার্যক্রম পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি আবহাওয়া উপযোগী পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীদের বলেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সদস্য পরিচালক (বীজ উদ্যান) জনাব মো. মাহমুদ হোসেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং) কৃষিবিদ অমিতাভ দাস। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

বিএআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন বিএআরআই এর পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরআই এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. আমজাদ হোসেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিএআরআই এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালেকার। এছাড়া কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বিএআরআই এর অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ, বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৫০০ জন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ■



সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার বক্তব্য রাখছেন



সম্মানিত সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ড. আবুল কালাম আযাদ



কৃত্রিম আলো ব্যবহার করে অমৌসুমে ড্রাগন ফলের উৎপাদনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সাফল্য বিষয়ক কর্মশালা ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত



মাননীয় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ

কৃত্রিম আলো ব্যবহার করে অমৌসুমে ড্রাগন ফলের উৎপাদন শীর্ষক কর্মশালা গত ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। বিএআরআই এর মহাপরিচালক, ড. আবুল কালাম আযাদ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আবুল হোসেন তালুকদার, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং ড. মো. খলিলুর রহমান ভূইয়া, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। সভাপতিত্ব করেন ড. মদন গোপাল সাহা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ফল বিভাগ), বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এ এস এম হারুনুর রশীদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন মিসেস হৈমন্তী বড়ুয়া, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রাম। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলার উপ-পরিচালকবৃন্দ, উপজেলা কৃষি

অফিসার, বিজ্ঞানী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, উদ্যোক্তা ও কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ড্রাগন ফল দ্রুত বর্ধনশীল ক্যাকটাস প্রজাতির বহুবর্ষী উদ্ভিদ। মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকা ড্রাগন ফলের উৎপত্তি স্থান। বর্তমানে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামে বাণিজ্যিকভাবে এই ফলের চাষ হচ্ছে। প্রায় ৮-১০ বছর আগে উৎসুক কিছু ব্যক্তি থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম থেকে কাটিং এনে আমাদের দেশে ড্রাগন ফলের চাষ সৌখিন ভাবে শুরু করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফলের বিজ্ঞানীরা গবেষণা মাঠে ৪-৫ বছর গবেষণা চালিয়ে জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) এর মাধ্যমে পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাজশাহী হতে ২০১৪ ইং সালে বারি ড্রাগন ফল-১ নামে একটি জাত অবমুক্ত করে। এটা একটি উচ্চ মূল্য ফসল (High value crop) বাজার মূল্য উচ্চ হওয়ায় এই ফল চাষ অত্যন্ত লাভজনক। এটা মূলত পাকা ফল ও শরবত হিসাবে খাওয়া হয়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় রঙ এর কারণে এর শরবত অত্যন্ত জনপ্রিয়। ফল থেকে জ্যাম, জেলি, জুস, আইসক্রীম ও ক্যান্ডি তৈরি করা যায়। লাল রংয়ের ড্রাগন ফল এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এছাড়াও এটি ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, লাইকোপেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। ড্রাগন

ফল সাধারণভাবে এপ্রিল মাসে ১ম ফুল আসে এবং মধ্য নভেম্বর মাস পর্যন্ত অনবরত ফুল-ফল দিতে থাকে। বাকী মধ্য নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত কোন ফুল-ফল প্রদান করে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড্রাগন ফল চাষের সম্ভাবনা নিয়ে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। যেহেতু ড্রাগন ফল গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে ফুল-ফল দেয় তখন বৃষ্টির কারণে ফুলের পরাগায়ণে সমস্যা হয় এবং অতিবৃষ্টিতে ফলও অনেক নষ্ট হয়। এই ফল উৎপাদনের সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদন করা যায় কিনা অথবা সারা বছর কিভাবে উৎপাদন করা যায় এই বিষয়ে ফল বিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজ করার তাগিদ দেন। এই বিষয় মাথায় নিয়ে ফল বিজ্ঞানীরা গবেষণা হাতে নেয়ার জন্য বিভিন্ন লিটারেচার সংগ্রহ করে। থাইল্যান্ড, তাইওয়ান এবং ভিয়েতনামের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম আলো স্থাপন করে অমৌসুমে ড্রাগন ফুল-ফলের সমারোহ আনতে সক্ষম হয়। ঐ তথ্যকে ভিত্তি করে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রাম এ গবেষণা কেন্দ্রে অমৌসুমে ড্রাগন ফল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম আলো ব্যবহারের মাধ্যমে ফটো পিরিয়ড বাড়িয়ে ফুল ও ফল ধারণ বিষয়ক পরীক্ষণ হাতে নেয়। ফলাফল সরুপ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রামে গবেষণা মাঠে ১০০ ওয়াট, ৩২ ওয়াট এনার্জী, ২৬ এনার্জী এবং ৮ ওয়াট এলইডি বাম্বের লাইটিং ট্রিটমেন্টে ফুল আসা শুরু হয়। তবে ১০০ ওয়াট বাম্বের ট্রি টমেন্টে বেশি ফুল-ফল দেখা গিয়াছে। প্রতিটি পিলারে প্রায় ১০ টি করে ফল আসে। এ বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পরীক্ষণ শুরু করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহে প্রায় ১০ টি ফুল রাতে ফোটে। এই লাইটিং বিকাল ৪.০০ টা থেকে রাত্রি ১০.০০ টা পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল। লাইটিং এর এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে সারা বছর ড্রাগন ফল প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। এতে করে অক্টোবর থেকে মার্চ এই ছয় মাসে ফলের যে ঘাটতি থাকে তার কিছুটা হলেও ঘাটতি পূরণ হবে। এ বিষয়ে গবেষণা আরও চলমান রাখা হবে। ■

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ...

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

করবে। সেমিনার শেষে প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এমপি, আ কা মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে এক ফল মেলায় উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মেলায় সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় ১০০টি স্টল অংশগ্রহণ করে। মেলায় উদ্বোধন পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এমপি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। তাঁরা বিএআরআই স্টল পরিদর্শনে

এসে বিএআরআই উদ্ভাবিত ফলের বিভিন্ন জাত দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিএআরআই বিজ্ঞানীরা আগামীতে জাতীয় পুষ্টি যোগানে আরও বড় ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশব্যাপী ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ শুরু হয় এই সেমিনার ও মেলায় মাধ্যমে। ■



“Promotion of zinc fertilizer use in Bangladesh for food and nutrition security” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এবং International Zinc Association (IZA) এর অর্থায়নে “Promotion of zinc fertilizer use in Bangladesh for food and nutrition security” কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান গত ১৩ই মে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জিংক ঘাটতির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের প্রায় ৯৩ ভাগ মাটিতে জিংক ঘাটতি আছে। এ দেশের খাদ্যে এবং পশুর খাদ্যে যে পরিমাণ জিংক থাকার কথা তার চেয়ে কম বিদ্যমান। ফলে এদেশের ৫৫ ভাগ মানুষ জিংক ঘাটতিতে রয়েছে। জিংক ঘাটতির কারণে ৫০ ভাগ (৫ বছরের নিচে) শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি কম হচ্ছে। এই ভাবে, জিংকের অভাব বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য এবং কল্যাণকে প্রভাবিত করে। প্রাণী দেহে এই অভাবের তীব্রতার জন্য মৃত্তিকায় এর অভাবই দায়ী। কারণ, জিংক প্রতিদিনের খাদ্যের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়। বিএআরআই (BARI)-আইজেডএ (IZA) বাংলাদেশের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন ধান ভিত্তিক ফসল পর্যায়ে জিংক সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে কাজ করছে। গবেষণা প্রতিপাদ্যে (হাইপোথিসিস) হচ্ছে- জিংক সার (যেমন: জিংক সলফেট মনোহাইড্রেট, জিংক সলফেট হেপ্টাহাইড্রেট, জিংক-কোর ইউরিয়া এবং জিংক-ইউরিয়া ব্রিক্রেট) ব্যবহার করে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যশস্য জিংক সমৃদ্ধ হয়। ১১টি পরীক্ষণের মাধ্যমে ১৮টি ফসলের উপর জিংক সার ব্যবহারের প্রভাব এ গবেষণায় দেখা হচ্ছে। জিংক সার প্রয়োগে ফসলের ফলন ও জিংক ঘনত্ব বৃদ্ধি গবেষণার পাশাপাশি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরআই অত্র ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসল এবং এদেশের নিজস্ব ও প্রচলিত বিভিন্ন ফল-মূল, শাক-সবজিতে জিংক ঘনত্বের অবস্থা গবেষণাগারে নির্ণয় করছে। এতে করে প্রাকৃতিক ভাবে জিংক সমৃদ্ধ খাদ্যের সুপারিশ পাওয়া যাবে। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর জিংক সার ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাহাতে ফসলের ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসল জিংক সমৃদ্ধ হয় এবং সকল মানুষ পর্যাপ্ত জিংক খাবারের মাধ্যমে পায়। কারণ জিংক এমন একটি



মাননীয় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএআরআই মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ

খাদ্য উপাদান যাহা মানবদেহে সংরক্ষণ করে রাখা যায়না, প্রতিদিনের খাবারে সরবরাহ থাকতে হয়। তা নাহলে এর অভাবে শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, সন্তানসম্ভাবনা নারী সবাইকে কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কর্মশালাটি ০২টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই এর পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই এর পরিচালক (পরিচালনা ও মূল্যায়ন) মো. শোয়েব হাসান, Zinc Nutrient Initiative (ZNI), South Asia এর পরিচালক ড. সৌমিত্র দাস ও International Zinc Association (IZA), USA এর পরিচালক Dr. Abdrew S. Green. অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আশরাফ হোসেন, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান গবেষক ড. সোহেলা আক্তার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন ড. নির্মল চন্দ্র শীল,

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ। কর্মশালায় বাংলাদেশের নার্সভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিনিধিসহ মোট ২৩ টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০০ জন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। ■

কৃষক ভাইদের করণীয়...

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বাঁধের ধারে: বাবলা, শিশু, তাল, খেজুর, রেভি, আকাশমনি, মেহগনি, শিলকড়ই, কাঠবাদাম, বেল, কুল।

কৃষি বন বা কৃষি খামারের জন্য: বাবলা, বকাইন, শিশু, খয়ের, তাল, আকাশমনি, খেজুর, অর্জুন, শিলকড়ই।

রাস্তা ও সড়কের ধারে: মেহগনি, শিশু, আকাশমনি, বাবলা, অর্জুন, জারুল, খেজুর, রেভি, সেগুন, শিলকড়ই, ইপিল-ইপিল, তাল, তেঁতুল, তেলসুর, পলাশ, কদম ইত্যাদি।

নিচু এলাকার জন্য: হিজল, মান্দার, কদম, শিমুল, ছাতিম, জারুল, রেভি, বাবলা, ঝাঁউ, বাঁশ, বেত, মুর্তা, আকাশমনি, গাব, চালতা, জলপাই, ডুমুর, কদবেল, বট, করমচা, অর্জুন, পলাশ, শিশু ইত্যাদি। ■



এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা এর বিএআরআই পরিদর্শন

গত ৬ মে বিএআরআই এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে আসেন। ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে এসে পৌঁছলে ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ তাঁকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। বিএআরআই পরিদর্শন কালে তিনি প্রদর্শনী মাঠে “বারি আম-১১” এর চারা রোপণ করেন। ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ নিজেও “বারি আম-১১” এর চারা রোপণ করেন। অতঃপর ড. বদরুদ্দোজা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দপ্তরে বিএআরআই এর পরিচালকবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানগণের সাথে এক মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মত বিনিময়কালে তিনি বিজ্ঞানীদের গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ একাডেমী অব এগ্রিকালচার এর সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মো. আমিন উদ্দিন মৃধা সহ প্রমুখ। ■



এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা বিএআরআই প্রাঙ্গনে বারি আম-১১ এর চারা রোপণ করছেন

ভাসমান বেড়ে সবজি...

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ভাসমান বোডের ডিজাইন/মডেল নির্ধারণ, ভাসমান বেডে চাষের উপযোগী সবজি ও মসলা ফসল/জাত নির্বাচন, ফসল বিন্যাস নির্ধারণ, জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও যৌক্তিক ব্যবহার, কচুরিপানার বিকল্প ভাসমান বেড উদ্ভাবন (প্লাস্টিক পইপ/ড্রাম ভিত্তিক), কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যার উন্নয়ন, সার ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত সবজি ও মাচ চাষ পদ্ধতি, সমন্বিত পোক-মাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা, ইঁদুর দমন প্রভৃতি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এর সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন আবদুল্লাহ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে এছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও হাওড় অঞ্চল পানিতে নিমজ্জিত থাকে বিধায় সবজি ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভাসমান বেডে সবজি/মসলা জাতীয় ফসলের গবেষণা করা দরকার। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং

পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতিতে দেশের পতিত এলাকার জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়ে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরআই এর পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) জনাব মো. শোয়েব হাসান। “ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ” প্রকল্পের (বারি অংগ) সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন ড. মো. আব্দুল ওহাব, প্রকল্প পরিচালক, ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প, বিএআরআই এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. পরিতোষ কুমার মালাকার। কর্মশালায় বিএআরআই এর প্রাক্তন মহাপরিচালক, পরিচালক, বিজ্ঞানীবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষক প্রতিনিধিসহ প্রায় ৬১ জন অংশগ্রহণ করেন। ■

কৃষক ভাইদের করণীয়...

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

লিচু, করা, পেঁপে, জামরুল, নিম, সজিনা ইত্যাদি লাগাতে পারেন। বাড়ির সামনে পাতাবাহার এবং অন্যান্য ফুলের গাছ ও সবজির বাগান থাকবে। বাড়ির উত্তর-পশ্চিম উঁচু বড় গাছ এবং দক্ষিণ-পূর্বে নিচু বামধ্যম আকারের গাছ লাগাতে হবে।

পুকুরপাড়ে লাগানোর জন্য: নারিকেল, সুপারি, ইপিল-ইপিল, মেহগনি, বাঁশতাল, অর্জুন, শিরিষ, শিলকড়ই, খেজুর ইত্যাদি।

শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য: নারিকেল, আম, জাম, মেহগনি, শিশু, বকুল, কাঁঠাল, কাউ, নিম, পেঁয়ারা, নাগেশ্বর, সেগুন, লিচু, জাম্বুরা, অশোক ও কাঠবাদাম ইত্যাদি। এ জন্য আপনাকে উন্নতমানের সুস্থ সবল চারা/কলম সংগ্রহ কতে সঠিক ভাবে দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত তৈরি করে সার প্রয়োগ করে চারা রোপণ করতে হবে। খাঁচা এবং খুঁটি দিয়ে রোপণকৃত গাছের পরিচর্যা করতে হবে। ফলদ গাছের মাটি আলগা করে সুস্বাদু মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার দেওয়ার পর অবশ্যই পানি সেচ দেয়া প্রয়োজন।

উঁচু অনাবাদি পতিত জায়গার জন্য: আকাশমনি, আম, কাঁঠাল, কালোজাম, শাল, সেগুন, শিলকড়ই, ম্যানজিয়ারাম।

ক্ষেতের আইলের জন্য: নিম, খেজুর, বাবলা, খয়ের, শিশু, তাল, আমলকি ইত্যাদি।

এরপর পৃষ্ঠা ৫



জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

সুপ্রিয় কৃষক ভাই ও বোনেরা,

সবারজন্য শুভেচ্ছা। শুরু হলো বর্ষাঋতু। রিমঝিম বৃষ্টি, আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা এর মাঝে রোদ বৃষ্টির অপূর্ব খেলা, প্রকৃতির এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে আপনার করণীয় উপস্থাপন করছি।

শ্রাবণ মাস: বর্ষাকালীন শাক-সবজির মৌসুম। লালশাক, মুলাশাক, পুঁইশাক, গীমাকলমি, টেঁড়স ইত্যাদি এ সময়ে লাগানো যেতে পারে। এছাড়াও এ সময়ে কুমড়া, লাউ, সিমের বীজ রোপণ করেও মাদায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ সময়ে ফসলের মাঠে আপনার করণীয় কাজ গুলো হচ্ছে আগাছা পরিষ্কার, গাছের গোড়ার পানি জমতে না দেয়া, মরা পাতা ছেঁটে ফেলা, প্রয়োজনে সারের উপরি প্রয়োগ, হস্তপরাগায়ন ও বালাই দমন। কৃষকভাই, আপনি ইচ্ছে করলে লাউ, সিমের বীজ পচা কচুরিপানার স্তরে বপন করে অতঃপর মূল মাদায় স্থানান্তর করতে পারেন। লতানো সবজির এই একই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে আগাম সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। মাদা তৈরির দূরত্ব হবে ৪-৫ মিটার, চওড়া ৭৫ সেমি এবং গভীরতা ৬০ সেমি। বর্তমানে বাংলাদেশে গীমাকালীন টমেটো চাষ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গীমাকালীন টমেটো ফসল মাঠে থাকলে গাছ বেঁধে দেওয়া ভাল। পাতায় দাগপড়া রোগ দেখা দিলে ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

বর্ষাকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন শাকসবজি চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। চাষী ভাই, ভাদ্র মাসে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, টমেটো, লেটুস, বেগুন, মরিচ বপন করতে হবে। বীজতলার মাটি অবশ্যই শুকনা হতে হবে। অন্যথায় গোড়া ও মূলপচা রোগে সব চারা পচে যাবে।

কৃষকভাই, ফলন বেশি পেতেহলে ক্ষেত খামারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে এবং সার প্রয়োগের সাথে সাথে উন্নতমানের বীজ বপনের কথাও মনে রাখতে হবে। উচ্চ ফলনশীল এবং অধিক অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ আপনার ক্ষেতের জন্য নির্বাচন করতে হবে। উন্নতমানের বীজ পেতে হলে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং যে সমস্ত জায়গায় উন্নত জাতের অধিক ফলন সম্পন্ন বীজ পাওয়া যায় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখলে আপনি লাভবান হবেন।

এখানে সবজির কয়েকটি উন্নত জাতের তথ্য আপনারদের কাছে তুলে ধরা হলো:

বারি লালশাক-১: লালশাকের এ জাতটি বারি লালশাক-১ নামে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। বারি লালশাক-১ ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। পাতা ও কাণ্ড উজ্জ্বল লালবর্ণের।

বারি লালশাক-১ এরপাতার বেঁটা ও কাণ্ড নরম। গাছ উচ্চতায় ২৫-৩৫ সেমি। প্রতি গাছে ১৫-২০ টি পাতা থাকে। গাছের ওজন ১০-১৫ গ্রাম।

বারি লাউ-১: এ জাতের পাতা সবুজ ও নরম হয়ে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন এবং ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফুটে। এ জাতটি সারাবছর জন্মে। হেক্টরপ্রতি ফলন শীতকালে ৪২-৪৫ টন এবং গ্রীষ্মকালে ২০-২২ টন।

বারি লাউ-২: এ জাতটি স্থানীয় জাতগুলোর তুলনায় উচ্চ ফলনশীল। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাউ চালকুমড়া আকারের ও হালকা সবুজ রঙের। চারা রোপণের ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। লাউ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করলে গাছ প্রতি

থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয়।

বারি মুলা-২: এ জাতটি 'পিঙ্কি' নামে পরিচিত। এ জাতের মুলা নলাকৃতির এবং পাতায় গুং খুবই কম বলে শাক হিসেবে খাওয়ার উপযোগী। মুলা খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁঝালো।

বারি মুলা-৩: এ জাতটি 'দ্রুতি' নামে পরিচিত। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল, রোগ ও পোকাকার আক্রমণ প্রতিরোধী জাত।

বারি মুলা-৪: নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের বারি মুলা-৪ জাতটি ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র শীত মৌসুমে এই জাতটি চাষ করা যায়। পাতা খাজকাটা বিশিষ্ট। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।



বারি ফুলকপি-১ (রূপা): বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতটি এদেশের জলবায়ুতে বীজ উৎপাদনে সক্ষম। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদে উপযোগী। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ২৫-২৮ টন পেতে পারেন। বীজের ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৫০-৫৫০ কেজি।

বাঁধাকপি: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতি) এবং বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) দুটিই বিএআরআই উদ্ভাবিত জাত এবং বীজ স্থানীয় আবহাওয়ায় উৎপন্ন হয়। বপনকাল ভাদ্র-মধ্য কার্তিক।

গ্রীষ্মকালীন টমেটো (বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, ৪, ও ৫): গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য মে-আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ছাউনিতে এর চাষ করতে হয়। গাছ প্রতি ফলন ১.০ কেজি থেকে ১.৫ কেজি হয়ে থাকে।

ফলনের সংখ্যা এবং ফলন বেড়ে যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসে এ জাতের চারা রোপণ করতেহয়। কৃষক পর্যায়ে জাতের বিশুদ্ধতা ঠিক রাখতে পারলে জাতের উচ্চ ফলনশীলতা বজায় থাকবে।

বারি লাউ-৩: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আগাম জাত হিসেবে চাষ করা যায়। সবুজ রঙের ফলে সাদা দাগ থাকে। গাছ প্রতি গড় ফল সংখ্যা ১৫-১৬টি। এসব ফলের গড় ওজন ২.৭ কেজি। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।

বারি লাউ-৪: এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাপ সহনশীল। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। জীবনকাল ১৩০-১৫০ দিন। ফলন ৮০-৮৫ টন/হেক্টর। জাতটি তাপসহিষ্ণু হওয়ায় গ্রীষ্মকালে চাষ করে কৃষক লাভবান হতে পারে।

ফল ও বৃক্ষ রোপণ: ফল গাছ মানুষের পুষ্টি জোগায়, অক্সিজেন দেয়, জ্বালানি সরবরাহ করে, প্রকৃতির রুদ্ররোধ থেকে মানুষকে রক্ষা করে এবং ছায়া দেয়। অনেক ওষুধ ও প্রসাধন শিল্পের উপকরণ ফল। মানুষের দৈনিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ফল হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ ও খনিজ পদার্থের উৎস। এ খাদ্যটি টাটকা অবস্থায় সরাসরি ভক্ষণ করা যায় বলে এতে পুষ্টিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়া ফল উৎপাদনে সহায়ক। কৃষকভাই, এমন অনেক ফল আছে যা থেকে সামান্য যত্নে বছরের পর বছর প্রচুর ফল পাওয়া যায়। আপনার পরবর্তীকালে ততটা শ্রমের দরকার হয়না এবং নূন্যতম যত্নে আপনি সারাবছর ফলন পেতে পারেন। বর্ষা মৌসুমই হচ্ছে ফল ও বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত সময়।

বসত বাড়ির আশেপাশে: আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁয়ারা, বেল, নারিকেল, শরিফা, লেবু, এরপর পৃষ্ঠা ৬



বিএআরআই

সংবাদ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র



ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৮ এর উদ্বোধন



মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন



মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন



বিএআরআই স্টল পরিদর্শন কালে মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয়কে বিএআরআই সম্পর্কে ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ব্রিফ করছেন



বিএআরআই স্টলের সামনে বিএআরআই মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীবৃন্দ

গত ২২ জুন কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে আ কা মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'অপ্রতিরোধ্য দেশের অগ্রযাত্রা ফলের পুষ্টি দেবে নতুন মাত্রা, উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

এমপি। মেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক এমপি বলেন, এ সেমিনারে না এলে আমাদের দেশে শজ ফলের এত বড় ভাণ্ডার আমার অজানা থেকে যেত। আমি বিস্মিত একই সঙ্গে অভিভূত আমাদের দেশজ ফলের ভাণ্ডার দেখে। আমাদের সবার উদ্যোগে দেশজ ফলের রোপণ আর পরিচর্যার মাধ্যমে বিদেশি ফলের আমদানি নির্ভরতা থেকে আমরা অনায়েসে বেরিয়ে

আসতে পারি। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি বলেন, আমাদের দেশজ ফলের ভাণ্ডার অনেক বড়। সম্মিলিত উদ্যোগ এই ভাণ্ডার সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। কিছু ফল আছে অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু অবহেলায় হারানোর পথে। কিন্তু আমরা তা হারাতে দিতে পারি না। দেশজ ফলের ভাণ্ডার সমৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান নিজেসই করতে পারি। একটু সচেতনতন দেশজ ফলের এই বিশাল ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ এরপর পৃষ্ঠা ৪

মুখ্য সম্পাদক : ড. পরিতোষ কুমার মালাকার
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : মাহবুবা আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার



প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮
ডিজাইন ও মুদ্রণে : বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রীণরোড, পাটুপাথ
ঢাকা-১২১৫, ফোন : ০১৭১৩০০৯৩৬৫

